দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ১৪ শ্রাবণ ১৪১৯
২৯ জুলাই ২০১২

গুগল স্ট্রিট ভিউয়ের বিরুদ্ধে আবারও আইন ভঙ্গের অভিযোগ

টেক জায়ান্ট গুগল অনলাইন বিশ্বে নানান দিকে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছে। তাদের বৈচিত্র্যময় সব কাজের মধ্যে একটা সময় সাড়া জাগায় 'স্ট্রিট ভিউ' নামের একটি সেবা। প্রতিটি স্থানের নিখুঁত চিত্রটির ডিজিটাল প্রতিরূপ তৈরিতে এই সেবাটি ব্যবহার করেছে গুগল সব ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজে। তবে এই কাজটি করতে গিয়েই যুক্তরাজ্যে তথ্য আইন ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাদের বিরুদ্ধে। আর তখন স্ট্রিট ভিউয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা অনেক তথ্যই মুছে ফেলার কথা ছিল তাদের। তবে সেই কাজটি তারা সঠিকভাবে সম্পন্ন করেনি। সম্প্রতি গুগল জানিয়েছে, স্ট্রিট ভিউয়ের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার পর সেগুলো মুছে ফেলার কথা থাকলেও সে কথা রাখতে পারেনি তারা। প্রায় দেড় বছর আগেই এই

তথ্যগুলো মুছে ফেলার কথা ছিল গুগল'র নিজস্ব ডাটাবেজ থেকে। আর তথ্যগুলো তাদের জমা দেওয়ার কথা ছিল যুক্তরাজ্যের ইনফরমেশন কমিশনারের কাছে ফরেনসিক অ্যানালাইসিসের জন্য। ইউরোপের অন্যান্য সংস্থাগুলোর সাথেও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল এই ইনফরমেশন কমিশনের। গুগল'র স্ট্রিট ভিউ সেবা চালু হওয়ার পর থেকেই তারা বিভিন্ন স্থানের তথ্য এবং প্রচুর পরিমাণে ছবি সংগ্রহ করতে থাকে। এই কাজ করতে গিয়েই তারা একইসময়ে অরক্ষিত এবং অনিরাপদ ওয়্যারলেস সব নেটওয়ার্ক থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্যও সংগ্রহ করে ফেলে। ২০১০ সালের মাঝামাঝি জানা যায়, এসব ব্যক্তিগত তথ্যের পরিমাণ প্রায় ৬০০ গিগাবাইট! গুগল'র ম্যাপিং সার্ভিসের জন্য প্রায় বছর খানেক ধরে ৩০ টি দেশে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়। স্বেচ্ছায় এসব তথ্য সংগ্রহ না করলেও এসব তথ্য সংগ্রহের দায় অস্বীকার করতে পারেনি গুগল। আর তাই তারা সে সময়ে এসব তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করে। ২০১০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই এসব তথ্য পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেদের ডাটাবেজ থেকে মুছে ফেলার জন্য তারা অঙ্গীকারও করে। তবে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট ইনফরমেশন কমিশনার জানিয়েছেন, গুগল তাদের ডাটাবেজ থেকে সব তথ্য মুছে ফেলেনি বলে জানিয়েছে। এই ঘটনাকে এবারেও গুগল অনিচ্ছাকৃত বলে জানালেও বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছে না যুক্তরাজ্য সরকার। ইনফরমেশন কমিশনার জানিয়েছেন, গুগল'র কাছে এই ধরনের অবহেলা তারা কোনোভাবেই আশা করে না। আর এই ধরনের অবহেলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে আরও কয়েকটি দেশের তথ্য সুরক্ষার সাথে সংশ্লিস্ট সংস্থা সামনে হয়ত গুগল'র জন্য বড় ধরনের কোনো জরিমানা অপেক্ষা করছে এর জন্য।

■ মোজাহেদুল ইসলাম

টুকরো খবর

সামাজিক যোগাযোগে ঝুঁকছে অ্যাপল

এবারে সামাজিক যোগাযোগের দিকে নজর দিয়েছে টেক জায়ান্ট অ্যাপল। আর এই কাজে তারা গাঁট বাঁধছে জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারের সাথে। সামাজিক যোগাযোগের সাইট সম্পর্কে কিছুদিন আগেই অ্যাপল প্রধান টিম কুক জানিয়েছেন, অ্যাপল'র নিজস্ব কোনো সামাজিক যোগাযোগের সাইট প্রয়োজন নেই। তবে অ্যাপলকে তো অবশ্যই সামাজিক হতে হবে। আর সেজন্যই এর মধ্যেই টুইটারের সাথে কাজ শুরু করেছে তারা। অ্যাপল ডিভাইসগুলোতে টুইটারকে নতুন করেই উপস্থাপন করেছে তারা। তবে এই গণ্ডি ছাড়িয়ে অ্যাপল এবার চলে যাচ্ছে টুইটারে বিনিয়োগের দিকে। সাম্প্রতিক সময়ে টুইটারের সাথে এই বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসে অ্যাপল। উভয় প্রতিষ্ঠানে বিষয়টির সম্পর্কে অবগত কয়েকজন জানিয়েছেন, টুইটারে বেশ বড় অংকের একটি অর্থ কৌশলগত কারণে বিনিয়োগ করতে চায় অ্যাপল। ব্যক্তিগত শেয়ারের মধ্যে না থেকে সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো এখন

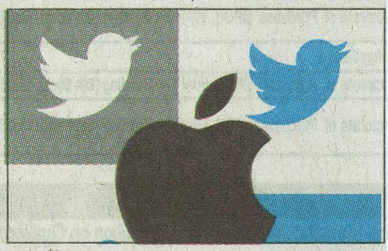

অনলাইন ব্যবসারও অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠছে। অ্যাপ্লিকেশন, গেম, গান এবং এমনকি সিনেমাও বিক্রি হচ্ছে সোস্যাল সাইটগুলোতে। আর বিজ্ঞাপন তো রয়েছেই। অ্যাপল'র ডিভাইসগুলোর ব্যবহারেও এগিয়ে রয়েছে এসব সাইট। আর তাই এবার টুইটারের সাথেই এই দিকে পা বাড়িয়ে দেওয়ার পথে অ্যাপল। টুইটারে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তা করছে অ্যাপল। অ্যাপল'র জন্য এটি বড় অংক না হলেও ৮ বিলিয়ন ডলারের টুইটারের জন্য এটি বেশ বড় একটি অংক বটে। এখনও পর্যন্ত এর কোনো কিছুই চূড়ান্ত না হলেও টুইটারের সাথে অ্যাপল'র কৌশলগত অবস্থানকে অনেকেই টিম কুকের সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ হিসেবেই মনে করছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা।